তারিখ ১৪।১।৮৯
পৃষ্ঠা
দৈনিক বাংলা
492
091

স্কুলে ভর্তি : ১৫টি আসনে ২৭০ জন প্রার্থী

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা মহানগরীর সরকারী ও বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে ছাত্রদের ভর্তি পরীক্ষা মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়। সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে ৩০টিরও বেশী স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু ছাত্ররা গতকাল পরীক্ষা দেয়।

উন্নতমানের স্কুলগুলিতে সীটের সংখ্যা কম থাকলেও বেশ ভিড় ছিল এর মধ্যে সরকারী স্কুলগুলিতেই ভিড় ছিল বেশী।

গবর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীর ১৫টি সীটের জন্যে পরীক্ষা দিয়েছে দুশ ৭০ জন প্রার্থী, অষ্টম শ্রেণীর সাতটি সীটের জন্যে একশ ১০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। একই স্কুলে দশম শ্রেণীর নয়টি সীটের জন্যে পরীক্ষা দেয় ১৫ জন আবেদনকারী।

আরমানীটোলা গবর্নমেন্ট হাইস্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর একশ আসনের জন্যে অংশ নেয় দুশ ৩২ জন ভর্তিচ্ছু ছাত্র।

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করা হবে ৩০ জন ছাত্র। এর জন্যে দুশ ১০ জন আবেদনকারী পরীক্ষা দেয়। তৃতীয় শ্রেণীর ৩০টি সীটের জন্যে দুশ নয় জন পরীক্ষা দিয়েছে।

পরীক্ষা নেয়া হয়েছে তিনটি বিষয়ের ওপর। বিষয় তিনটি হচ্ছে বাংলা ইংরেজী ও অংক।

সেন্ট্রাল গবর্নমেন্ট বয়েজ হাইস্কুলেব ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করা হবে ৪০ জন। এর জন্যে সাড়ে তিনশ জন পরীক্ষা দিয়েছে।

নওয়াবপুর হাইস্কুলের মর্নিং শিফটে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ৮৪টি সীটে ভর্তির জন্যে পবীক্ষা দিয়েছে সাড়ে তিনশ ছাত্র। মর্নিং শিফটের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে ৪০টি সীটের জন্যে ৫২ জন ছাত্র পরীক্ষা দেয়।

একই স্কুলের ডে শিফটে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ৬৮টি সীটে পরীক্ষা দিয়েছে দুশ ৮৭ জন প্রার্থী।

এর আগে সোমবার ঢাকা মহানগরীর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

মিশনারী স্কুলগুলির ভর্তি পরীক্ষা কয়েকদিন আগেই অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

এবারের ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট কিছু স্কুলেই বেশী চাপ পড়েছে। অনেক স্কুলে পর্যাপ্ত সীট থাকলেও সেখানে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করানোয় অভিভাবকদের আগ্রহের অভাব লক্ষ্য করা গেছে।

কয়েকটি বিশিষ্ট স্কুল সীটের তুলনায় অত্যধিক পরিমাণের ভর্তি ফরম বিক্রি করেছে বলে অভিভাবকদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। একজন অভিভাবক ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন ভালো স্কুলে ছেলে ভর্তি করানোর অনিশ্চয়তা তো রয়েছেই তার সঙ্গে বিপুল পরিমাণ ফরম বিক্রিতে আমাদের হয়রানি বেড়েছে।